দুলালী চৌধুরী প্রযোজিত চিত্ররঙ্গের

চেনা অচেনা

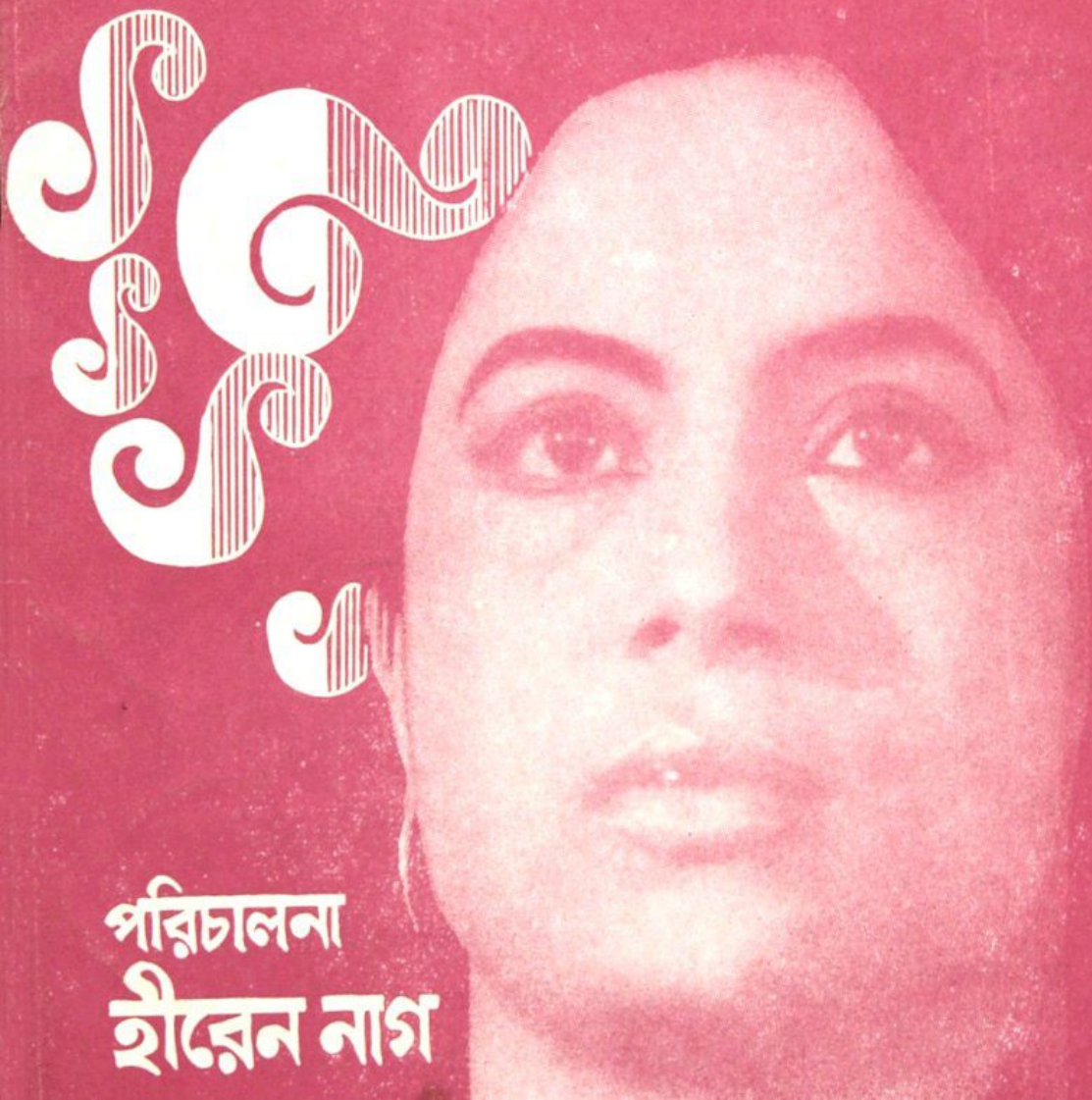

পরিচালনা

হীরেন নাগ

দুলালী চৌধুরী প্রযোজিত

চিত্ররঙ্গের

চেনা অচেনা

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হীরেন নাগ

সংগীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোক চিত্র : বিশু চক্রবর্তী

শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু

সম্পাদনা : গোবর্ধন অধিকারী

শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, অতুল চট্টোপাধ্যায়

শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

গীত রচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

নৃত্যপরিচালনা : পিটার দে। ব্যবস্থাপনা : বাসু বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : অনন্ত দাস

চিত্র পরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা

স্থির চিত্র : ষ্টুডিও পিকস্।

প্রচার অংকন : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

প্রচার পরিকল্পনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

: সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনায় : স্বদেশ সরকার, দিলীপ মিত্র

সংগীতে : সমরেশ রায়

আলোক চিত্রে : কে, এ, রেজা, নির্মল মল্লিক

শিল্পনির্দেশনায় : সূর্য চ্যাটার্জী। সম্পাদনায় : শেখর চন্দ

শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, রথীন ঘোষ

শব্দপুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ইডাল, ভোলানাথ পাঁচু গোপাল দাস

চিত্রপরিস্ফুটনায় : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী

ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্তী, অতুল দে

রূপসজ্জায় : বিজয় দাস। সাজসজ্জায় : দাশরথি দাস

আলোকসম্পাতে : সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, কেষ্ট, ব্রজেন, বেনুধর, মঙ্গল সিং, জগন ভগৎ

যন্ত্র সংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

কণ্ঠ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

চপলাবালা দেবী (মা)

কুলজিয়ান কর্পোরেশন, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, সুশীল মণ্ডল (বাওয়ালী), পঙ্কজ চ্যাটার্জী, দিলীপ বিশ্বাস, গৌর নাগ, কমল ঘোষ (আর্য বেকারী)

চেনা অচেনা

প্রতিদিনের মতো আজও ঘড়িতে চারটে বাজে………। চঞ্চল হয়ে ওঠে তামসী। এক্ষুনি তাকে যেতে হবে হেষ্টিংসের গঙ্গার ধারে। গরীব সেজে…লুকিয়ে…প্রতিপালক মনিবের দৃষ্টির বাইরে। ঠিক একই সময়ে বেসরকারী অফিসের কেরাণী মানস রায়ও স্তূপীকৃত ফাইলের মাঝে চমকে ওঠে।

পাঁচটা বাজে…আর দেরী নয়….নতুন একটা অজুহাত দিয়ে তাকে বেরোতে হবে।

ক'টি মাত্র মুহূর্তের মিলন…তবু তা মধুর।

প্রতিদিন একই সময়…একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে।

একান্তে…সঙ্গোপনে। রঙীন স্বপ্ন বুঝি বাস্তবের দিন গোনে।

কিন্তু ঘরে ফিরলেই সবকিছু ভেঙ্গে যায়। মনিবের কাছে তামসীকে জবাবদিহি করতে হয়। গরীব সাজার ছিন্নবস্ত্রধুলার সাথে মিশে যায়। প্রাসাদের স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দিনী হয় সুয়োরাণী।

কাহিনী

আর মানস? সেই মধ্যবিত্ত সংসারের চিরন্তন ব্যর্থতা। আদর্শবাদী তরুণের ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন বাস্তবের কশাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়···। চতুর্দ্দিকে দারিদ্রের নগ্ন-বিভীষিকা···। মায়ের নীরব অশ্রু ভগিনীর আশা আকাঙ্ক্ষা···। জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত মানস। তবু তারা এগিয়ে চলে·····।

নিত্য অভাবী মানস সঙ্গীতসম্মিলনীর দুখানা দামী টিকিট কিনে এনেছে। তামসীকে নিয়ে যাবে। দুজনে একসঙ্গে বসে গান শুনবে। কিন্তু এ সামান্য সাধও তাদের ভেঙ্গে যায়। বাড়ী ফিরে তামসী শুনতে পায় প্রতিপালক ত্রিদিব চৌধুরীও একই অনুষ্ঠানের টিকিট কেটে এনেছেন।

তামসী যেন খেলার পুতুল। মূল্যবান পোষাকে সজ্জিতা হয়ে মনিবের সঙ্গে তাকে যেতে হোল অনুষ্ঠানে।

মানস নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে। ধনকুবের ত্রিদিব চৌধুরীর গাড়ী থেকে নেমে আসে সালঙ্কারা তামসী। স্তম্ভিত মানস। তবে কি সে প্রতারিত হয়েছে? ঘৃণাভরে মানস ফিরে যায়। তামসীর অসহায় দৃষ্টি তার কাছে অর্থহীন। তামসীও আজ ধরা পরে যায় মণিবের কাছে। প্রতিদিন গরীব সাজার রহস্য আজ পরিস্কার হয়ে যায়।

ত্রিদিব চৌধুরীর কঠোর নির্দেশ,—রাস্তার বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা চলবে না···।

তামসী উন্মাদ হয়ে ওঠে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। মনিবের আভিজাত্য—ধনদৌলত···রাজপ্রাসাদ সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সে উপভোগ করবে। চরম উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভেসে চলে তামসী।

প্রতিপালকের মনোনীত কেতা-দুরস্ত পাত্র অরিন্দমকেই সে বিবাহ করবে।

* * * * * * *

শুভলগ্ন সমাগত। ফুল সাজে সজ্জিতা সুয়োরাণী·····।

তার পর্ণকুটিরের স্বপ্ন কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

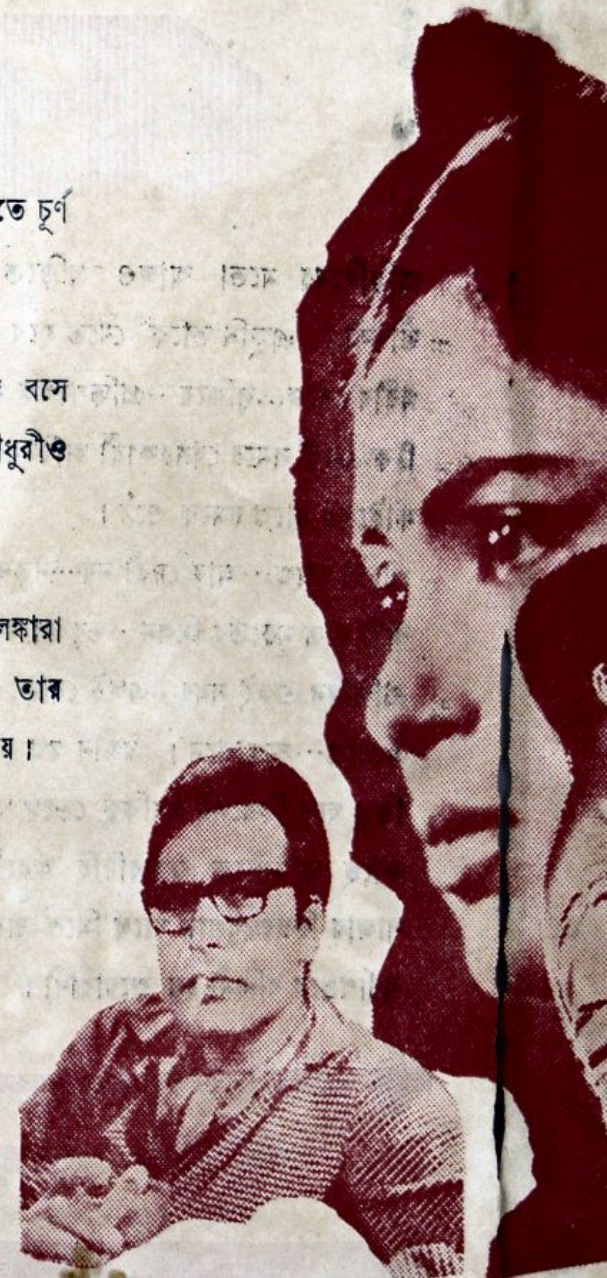

ঃ ভূমিকায় ঃ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল
বিকাশ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী

জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, বিন্তা রাও, অমর মল্লিক, সূর্য চ্যাটার্জী, ধীরাজ দাস, পান্নালাল চক্রবর্তী, খগেন পাঠক, গণেশ নাগ, সুনুদা রায়চৌধুরী, ঋষি ব্যানার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, কিষণলাল, বাবলু

ও

অতিথি শিল্পী ওস্তাদ বাহাদুর খান্

এন, টি, ১নং ষ্টুডিও এবং ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চিত্র পরিস্ফুটিত ও শব্দ পুনর্যোজিত।

বিশ্বপরিবেশনায় ঃ **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

গান

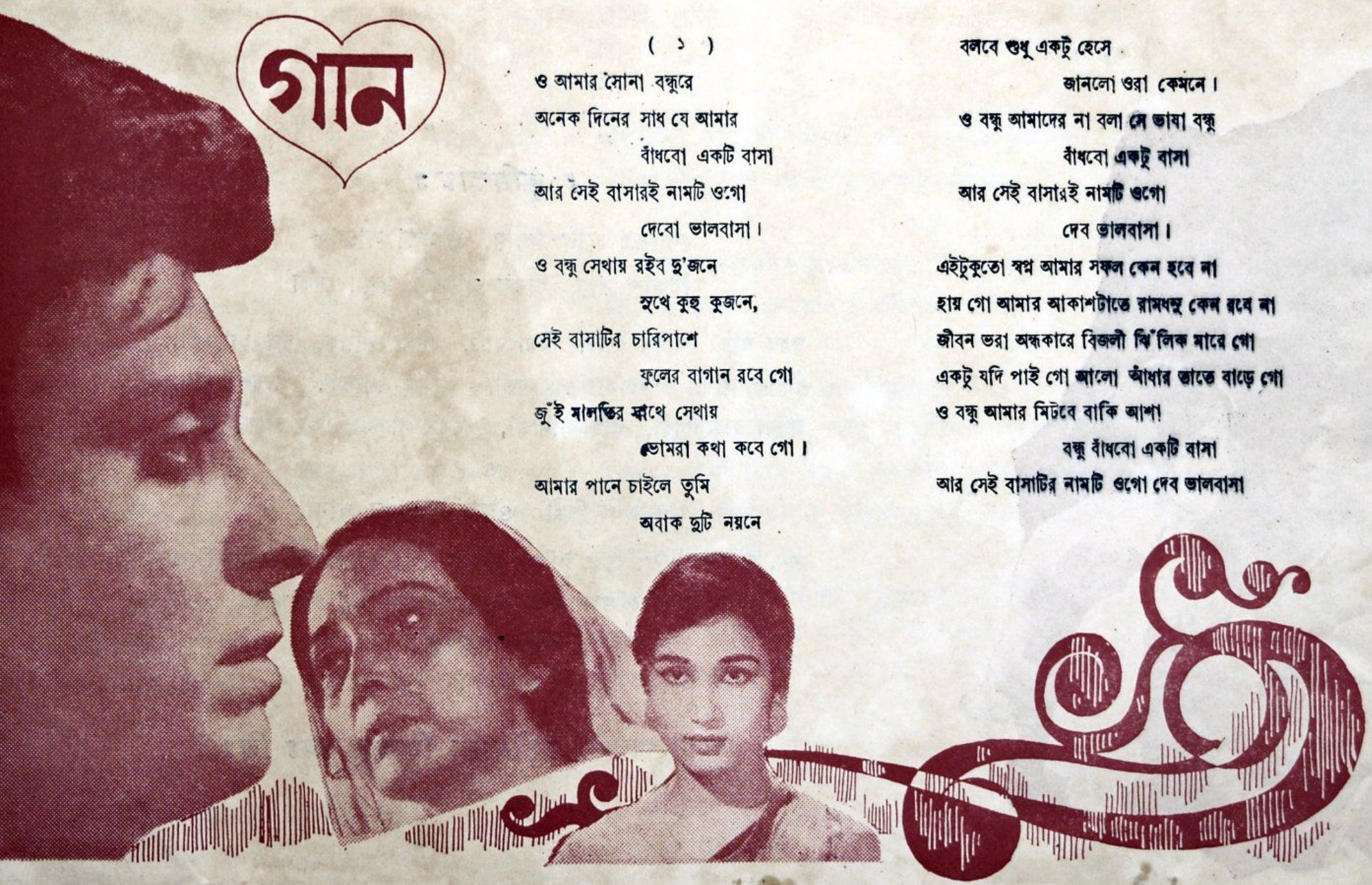

(১)

ও আমার সোনা বন্ধুরে
অনেক দিনের সাধ যে আমার
বাঁধবো একটি বাসা
আর সেই বাসারই নামটি ওগো
দেবো ভালবাসা।
ও বন্ধু সেথায় রইব দু'জনে
সুখে কুহু কুজনে,
সেই বাসাটির চারিপাশে
ফুলের বাগান রবে গো
জুঁই মালতির সাথে সেথায়
ভোমরা কথা কবে গো।
আমার পানে চাইলে তুমি
অবাক দুটি নয়নে
বলবে শুধু একটু হেসে
জানলো ওরা কেমনে।
ও বন্ধু আমাদের না বলা সে ভাষা বন্ধু
বাঁধবো একটু বাসা
আর সেই বাসারই নামটি ওগো
দেব ভালবাসা।
এইটুকুতো স্বপ্ন আমার সফল কেন হবে না
হায় গো আমার আকাশটাতে রামধনু কেন রবে না
জীবন ভরা অন্ধকারে বিজলী ঝিঁলিক মারে গো
একটু যদি পাই গো আলো আঁধার তাতে বাড়ে গো
ও বন্ধু আমার মিটবে বাকি আশা
বন্ধু বাঁধবো একটি বাসা
আর সেই বাসাটির নামটি ওগো দেব ভালবাসা

(২)

যৌবন পলাশে আগুন জ্বালিয়ে দাও
ফাগুন তুমি আগুন শুধু জ্বালিয়ে দাও ॥
সে আগুন জ্বলুক না অঙ্গে রঙ্গে
যৌবন তরঙ্গ উচ্ছ্বল ছলছল কলকল ছলছল,
প্রদীপের কাছে আজ পতঙ্গ আসুক না
কাছে ডেকে নাও,
ফাগুন তুমি আগুন শুধু জ্বালিয়ে দাও,
মহুয়ার নেশা নেশা গন্ধে
যৌবন বসন্ত উচ্ছ্বল
ঝলমল টলমল ঝলমল ছন্দে
আগুনের লাল রসে পাত্রটি ভরে আছে
কেন ভুলে যাও।

(৩)

কত স্বপ্ন ছিল জীবনে আমার
হায় কিছুই হোল না।
নদী মোরে কেঁদে বলে
মরুকে যে পেয়েছি
সাগরের মাঝে কেন মিশে যেতে চেয়েছি।
হায় কিছুই হোল না—
ভেঙ্গে গেছে সেতু হায়
ডুবে গেল খেয়া যে
হবে না তো দুটি কূলে
আর পাড়ি দেওয়া যে
তারা যেন ঝরে গেল
আকাশে না উঠিতেই
কুঁড়িতো হোলনা ফুল
শুকালো না ফুটিতেই
হায় কিছুই হোল না—

(৪)

একই পথ যেন একটি বাঁকে এসে
দুটি সে পথ আজ হয়ে গেল—
একই নির্ঝর মাটিতে নেমে এসে
দুটি সে নদীতে যে বয়ে গেল।
হয়তো ছিল ভুল তাই এ ভুল বোঝা
মিছেই তরণীর অকূলে কূল খোঁজা।
আঁখিতে মুছে গিয়ে তবু যে আড়ালে
স্মৃতিতে দুটি মন রয়ে গেল।
ভুলিতে চেয়ে তবু ভোলা তো যায় না
শুকানো মালা মন খুলিতে চায় না।
কাছেতে ছিল সে এখন দূর সে তো,
ভেঙ্গেছে বাঁশীটি, ভুলেছে সে তো ॥
প্রদীপ মিছে জ্বালা, নিভিয়ে দেবো তারে
বাতাস এসে যেন কয়ে গেল।

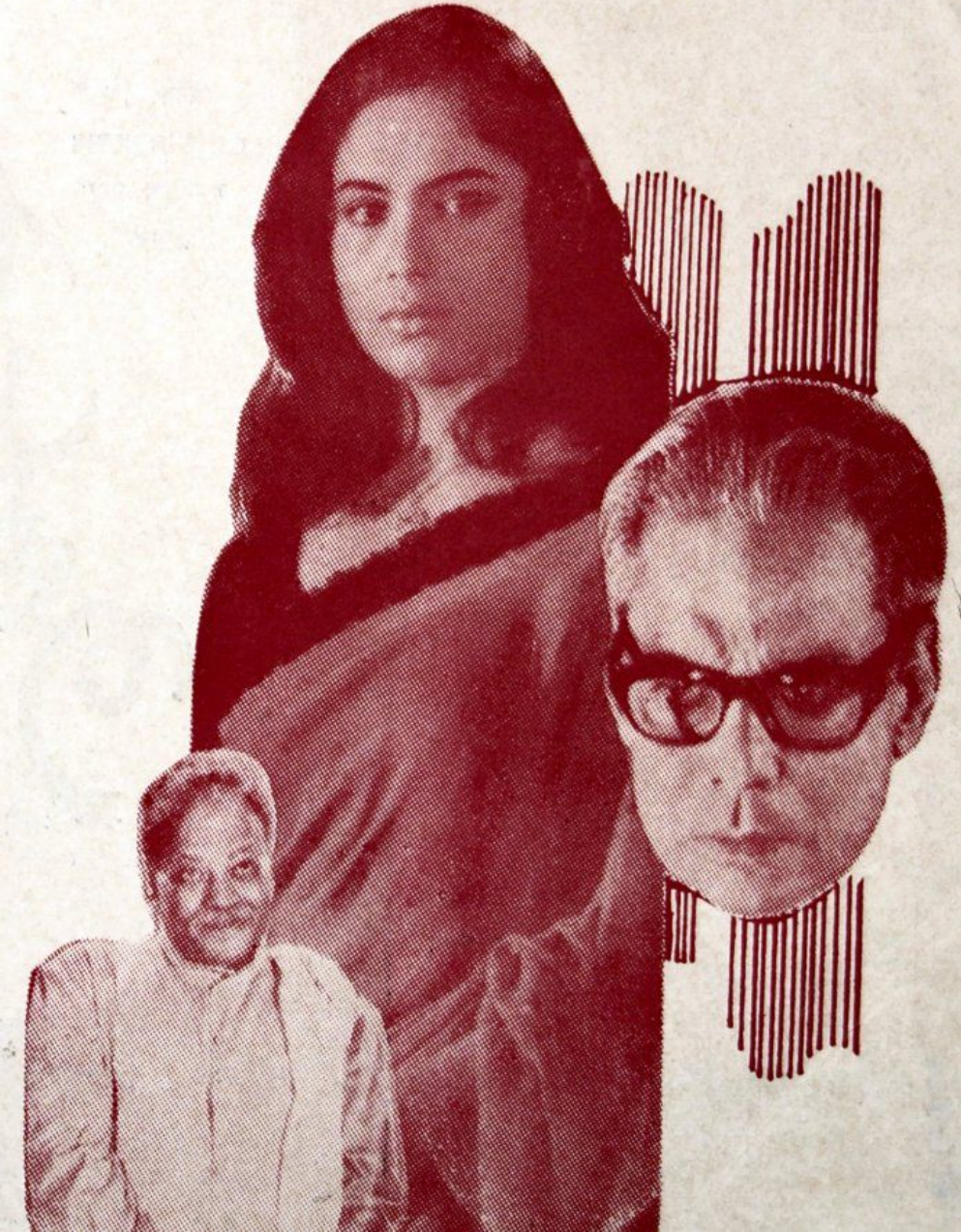

অগ্রগামী
পরিচালিত
অনুরাধা
ফিল্মসের

বিলম্বিত লয়

উত্তম, সুপ্রিয়া
কণিকা
নির্মল কুমার
ও নবাগতা
দীপা চ্যাটার্জী
সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ

আর. ডি
প্রোডাকসন্সের
সমরেশ বসু
রচিত

অপরিচিত

সৌমিত্র
অর্পণা ◦ সন্ধ্যা
বিকাশ ◦ হারাধন
উৎপল ◦ বনানী
উত্তম কুমার
পরিচালনা : সলিল দত্ত
সঙ্গীত : রবীন চাটার্জী

চণ্ডীমাতা ফিল্মস-এর পরিবেশনে

গিরীন্দ্র সিংহ
প্রযোজিত
এস. এম.
ফিল্মসের

মন নিয়ে

উত্তম, সুপ্রিয়া
বিকাশ, পাহাড়ী
ছায়া দেবী
তরুণ, রমি
শমিতা অভিনীত
পরিচলনা : সলিল সেন
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী

চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রা) লিঃ কর্তৃক, ৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা-১৩, মুদ্রিত।